শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ।

বিশ্বরূপ দর্শন

ঃ ভাদু সঙ্গীত ঃ

নিত্য নতুন সুরের তান
বিশ্বরূপ ভাদুর গান।
মেয়ের আবদার গিন্নির মান
যদি ভাই মেটাতে চান।
বিশ্বরূপ নিয়ে যান
ঠাণ্ডা হবে মন প্রাণ।

প্রণেতা ও প্রকাশক—শ্রীনারাণচন্দ্র গরাই
গ্রাম—শুশুনিয়া, বাঁকুড়া।

মূল্য—২০ পয়সা।

বিশ্বরূপ দর্শন

ও আমার সুখের মধু
পান করে প্রাণ ভ্রমরা গুণ্‌
গুণ গুণ গুণ গান করে প্রাণ ভুলে না।
হায় হায় প্রাণ ভ্রমরা
চাকের মধু শুধু কয় না।
নারাণের বিশ্বরূপ বই যুগে যুগে
২৫ পয়সা দিয়ে সুখে
সোনা বৌদি হাসি মুখে গান শুন না।
হায় হায় দেখলাম কত লেখলাম কত
কলির কল্পনা।

বইটি ছাপা করেছে—
কালীময়ী প্রেস
বড়কালীতলা —বাঁকুড়া

মা লক্ষীর বন্দনা

লক্ষী ঠাকুরাণী

দয়া করে অন্ন যোগা জননী
অন্নদে জঠর ভাবনা তোর গো কি খাব মা জননী
কুআচারে রুষ্ট অতিগো, কর তাহার প্রাণ হানি
অচলা হও যার গৃহেতে মা কর তারে সন্মানী
চায়না তোরে আদর করে এই কলির গৃহিণী
দিবানিশি কলির নরে গো, করে কু আচার কুবাণী
অধম নারাণ ডাকে তোরে গো অন্ন যোগা জননী

—•—

ভাদু পূজা

ভাদু পূজতে বলে
বনফুল আর পাব কোথা জঙ্গলে।
কুঞ্জ সাজাই বনলতায় লো, গৌরব ছড়ায় বনফুলে ॥
গান গাহিব পুজব ভাদু গো, সরোবর শতদলে
কি আনন্দের ভাদু পূজা লো, করব গো হেলে দুলে।
আশে পাশে নাই যে জঙ্গল কে যাব ছুবড়া কোলের জঙ্গলে।
সাজি ভরে ফুল তুলবি গো, খাবর মা আসর চলে ॥
ঝিঙ্গিণী গাঙা আনার তরে, কে, ঠাকুরজামাই যাক চলে
বিষ্ণুপুরে রেঙপাই বাজনা লো, বাজনা দিয়ে আয় চলে ॥

— [*]

সখীদের উক্তি

বাসনা কলসী কাঁখে
কাল বাঘা ধরবে রাই পেলে ফাঁকে
লোক মানে না লাজ মানে না গো, ছাড়বে না পেলে তাকে।
ছেটকা ছোঁড়া পাকের গোড়া লো, কি ঠারে ভুলায় তোকে
আর যাব না জল আনিতে গো ফিরে চল শূন্য কাঁখে
ডুবাবে রাই সব সখীরে লো, বলছি ভাই আগে থেকে
ভুলবি বাঘার আড় চাউনীরে, সে যে ভুবন ভুলায় ঐ চোখে
বাঘার আছে চুড়ার্বাঁশী লো, জগৎ মাতায় গো বাঁশীর ডাকে
ভেবে নারাণ চন্দ্র বলে পিরিত ছড়াল কালার থেকে।

—•—

রাধা বিলাপ

ওগো ও ললিতা
কালা চাঁদে বলিস না এমন কথা।
না হেরিলে রূপরাশি ঐ, এ জীবন আমার বৃথা
ডাকে বাঁশী রাধা বলে গো, মানি না কারো কথা
জল ফেলে যাই জল আনিতে লো, ঐ রূপে বড় নেশা
কদম তলায় কালো ভ্রমর রে আমার ফুলের মধু নেয় তথা
কেড়ে নেয় গো আমার দই পশরা, কি কব দুখের কথা।
কালো বল মন্দ বল লো, প্রাণে দুঃখ দাও বৃথা।

— [*] —

ভাদুর কুঞ্জ

সবাই একটি মনে
ভাদু পূজা করব মোরা যতনে
কুঞ্জ সাজাই বনলতায় লো, পুষ্প যুঁই কবরী দে এনে
সাড়ী সেমিজ দে পরিয়ে, যেন খুঁত না থাকে কোন খানে
আলতা পরা পা দুখানি লো, চললে নূপুর ঝন ঝনে
বাঙ্কি মাথা কাটবি পাতা লো, মায়ের মুক্তা ঝরা বদনে
লাল ফ্যাসানের হার মাকড়ী, ভাদু মাকে দে কিনে
কুঞ্জ ঘরে খাট পালঙ্ক লো, বসার দেবে শুনে
বছর পরে পাইগো মোরা, ভাদু মা আরাধনে।

—দাতাকর্ণ—

দাতা কর্ণের ঘরে
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এলো রে ভিক্ষার তরে
দেখি কেমন কর্ণ দাতা লো, পুত্র মাংস দাও রান্না করে
করাত দিয়ে কাট পুত্র কে, যেন চোখেতে না জল ঝরে
দিতে পুত্র হলে দুঃখ রে এই ভিক্ষা যাবে ফিরে।
বৃষকেতু বলে এবার গো, ব্রাহ্মণে আদর করে
এই লও আমার কাটা মাথা কাট গো অকাতরে
অনিত্য ধন অসার জীবন লো, বেছে দাও ব্রাহ্মণেরে
মাতাপিতা কাটি পুত্রকে, রান্না করে দিল দ্বিজেরে
মা, মা বলে বৃষকেতু লো, পুত্রের ভিতর ডাকে রে
এই লও তোমার বৃষকেতু, বলে অর্জুন হাসেন রে
ভেবে নারাণ বলে এমন দাতা কেউ কোনদিন হতে পারে।

ভাদুর কুঞ্জ সাজা

সবে করলাম যতন
ভাদু মায়ের কুঞ্জ নব বৃন্দাবন।
হয়েক বাতি রঙ্গীন শাড়ী লো, যুই ফুলেতে মাতায় মন
ময়ুর ময়ূরী এসে নব নিত্য করে ঘন ঘন
চারি দিকে যত সখীরে, তার মাঝে যুগল রতন
পল্লবে পল্লবে কুঞ্জ, চারি দিকে সুসোভন
একটী আশা রাখর না আর লো, দাও টাট ঘোড়া বান্ধন
সারারাতি ছুটবে ঘোড়া গো, যত ছুটবে রে ঢাকের বাজন
(গুন্নাথ) নারাণ বলে দাতা নইলে রে পারবে না এসব কৃপণ।

বিদায়

নিশি শেষ হল ধন
ভাদু মাকে করগো তোরা খুব যতন
কাল সকালে আসতে যাবে লো, কেমন কেমন করবে মন।
আলতা পরা চুল আচড়া গো, বান্ধ বেনী করে যতন
সেণ্ট আতরে যাক মন ভরে লো, প্রফুল্লিত করে মন।
উনা কালে বিদায় দিলে গো, করবে মোদের মন কেমন
কত যত্ন করে পূজলাম তোরে, আবার আসবে ভাদুধন
হেসে হেসে যাও ভাদু মা গো, নইলে করবে মোদের মন কেমন
(গুন্নাথ) নারাণ চন্দ্র বলেরে মাগো তুই মায়ার বন্ধন।

—[*]—

মৌচাক

বন্ধু করি মানা
গুণের ভ্রমর মৌচাকে হাত দিও না
নিলে মধু করে শুধু লো. মৌমাছিদের গঞ্জনা
সাত ফুলের কালো ভ্রমর গো, শিমুল ফুলে বস না
ফুটল পদ্ম বনের কলি রে, প্রাণ বধুয়া ছাড়ে না
মধু লোভী কালো ভ্রমর লো, দেয় যে কত যাতনা
কুড়ির মধু নিজড়ে নিয়ে গো, আরত ফিরে তাকে না
অরসিকে রাখতে নারে গো রাখে রসিক সুজনা
গুরুনাথ নারাণ চন্দ্র বলে গো, চাকের মধু নিও না
কিঞ্চিত সঞ্চিত মধু রে, কি মধুর সুশোভনা।

আধুনিক ডিজাইন সেলাই কাটিং

যদি দেখবি কাটিং
তালডাঙ্গাতে যাবে শ্যামা টেলারিং
কত আপটুডেট ষ্টাইলের জামা কত আধুনিকার ডিজাইন
শো বোতাম আর লেস জরি লো, কতকর আগার লো কাটিং
সময় মত অর্ডার পাবে ই রে গত করা হয় না দিন
সুট আর জামা নেইকো কমা গো, টেরিকট আর টেরিলিন
বড় তলাতে দেখতে পাবি রে, আছে রে লেখা সাইন।

— সমাপ্ত —

বিষ্ণুপ্রিয়ার খেদ

পায়ের নুপুর খানা

প্রাণ বন্ধু যাবার কালে বাজলি না

কি উপকার এই অবলার লো, বৃথা তোদের বাজনা
দারুণ বিধি বাদ সাধিল গো, নিদ্রা কেন ছাড়লি না
কান্দে তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া লো, আর কান্দে শচীমাতা
তোমা বিনা বৃথা জীবন রে অবলার প্রাণ বাঁচে না
কি করিলে কোথা গেলে গো, ফেলিয়ে সংসার খানা
সারা রাতি জ্বলন বাতি লো, তবু জ্বালা গেল না
বৃথা তোদের করি দুষি রে, দুঃখ দিলেন পরক লণা ।

ভাদুর বরের দেনা পাওনার শেষ

ছাড়লাম ডিজেল গাড়ী

ভাদু মাগো যাব তোর বরের বাড়ী

ফিলিপস রেড়িও দিব গো হাতে দিব চেন ঘড়ি
সাড়ে দশটা বেজে গেলে রে বাজারে হবে দেরী
মিষ্টি সন্দেশ কিনতে হবে গো, নইলে যাই বল কি করি
সোনা দানা দেনা পাওনা রে, মিটাব টাকা করি
বলব তারে বিনয় করে, যেতে দেবনা তাড়া তাড়ি
আর তিন দিন থাকবে দুজন গো, মন কেমনে যাই মরি
[গুন্নাথ] নারাণ বলে তানা হলে রে ফিরিয়ে দেব গাড়ী।

কলির ষ্টাইল

ষ্টাইল চাই গো আমার
প্রেমের নাগর শুনে কেন মাথা ভার
কানে নিব ঝুমকা পাশা গো, নিব গলে মফচেন হার
সেণ্টেলের চাল খোপার দোলন রে, ররং বরব না পেটে আহার
টিকল শাড়ী না দিলে ভাই রে, আজ থেকে হাম নই তোমার
আজ থেকে তোম হাতে হাঁড়ী গো, মন পাবে না শ্রীরাধার
ফিট ফাইনে চলবো মোরা লো, আমরা যে আধুনিকার
নিবা'নশি খেটে খুটে গো রোজগার হল ছুটাবার।
তবু পরব ষ্টাইল পরব হাইহিল গো বরব খাতির বোন পাশার।

স্ত্রীর প্রতি স্বামী

দিব ঢেকরন শাড়ী
ও প্রেয়সী বহ নাগো মন ভারী
কানে তোমার ঝুমকা পাশা গো গলে দিব হার গড়ি
পাই বা না পাই পেটে খেতে মন যোগাব তোমারি
জলের ছাতা শীতের কাঁথা লো মশায় তুমি মশারী
বিলাস ছাড়া হলে সখী রে, দিবে সাত পুরুষে উদ্ধারী।
দোষ নাই তোমার যুগের ব্যবহার লো, যদি এক বেলা অন্ন পড়ি
শেষে নারাণ বলে রে, বিলাস বই ছাড়তে পারি।
কি ফিরিঙ্গি হয়েছে বোন লো এই কলির পুরুষ নারী।

সুখবিলাস হাড়ে ডাস

যদি এক বেলা খায়

এই কলিতে করব মোরা সুখবিলাস

পরব ডেকরণ শাড়ী টিক্‌ল জামা লো,

যদি একবেলা ভাই হয় উপায়

দিবানিশিরে ডিওর গান লো, সারারাত্রি চণ্ডিদাস

উত্তম সুচিত্রায় দেখি গো, খাই কত ফেনের বাতাস

ইডিওতে শুয়ে পর হায়রে কতরং বেরং ফটো তোলাস

বাজার গেলে মেল ফিমেলে লো, রিক্সোতে ঘুরে বেড়াস

গুরুনাথ, নারান বলে মানব দেহে গো, তাইতো লাগে মশাড

মালাবদল

মালা পর মা গলে

একটু হাসি তাকামা বদন তুলে

দিলাম তোরে চম্পকের হার, যতনে নে গলে

অঙ্গখানা চাপার বরণ গো, ঐ রংয়েতে যায় মিলে

কনক চাঁপা নয়ন বাঁকা রে, যাবে মা তোর বর ভুলে

সোনার বরণ মুখ মণ্ডল গো, মুছে দিলাম রুমালে

আলতা পরা পা দুখানি লো, রেখেছ পদ্ম ফুলে

ঢাক বাজে আর শঙ্খ বাজে গো উলু দে সবে মিলে।

পার্টির লড়াই

বলি শুনরে গোরা

কোন পার্টিতে গেলেরে পাবে টাকা

কোন পার্টিতে গেলে বলুরে, আটবে যে গরীব গিরা
বাপ যদি হয় নব কংগ্রেস, ছেলে সি, পি, এম, করা
বাপ বেটাতে পার্টির লড়াই, তার পাশে গেল ঘরা

কোন পার্টিতে ভোট দিলে ভাইরে বাঁচবে দেশের গরীবরা
পার্টি করে আঁটি দিলরে, নিত্য মালের এত দাম চড়া
নিত্য পার্টি ঝগড়া মারি গো, একি দেশের ভাব ধারা
স্বাধীন দেশে সবাই রাজা গো কেন বাড়ছে, দাম চড়া
নারান বলে আপন পিঠেতে শুকরে জল জল গরীব মারা

দেশেতে নূতন সাধু এল রসিক জমায় বেশ তাল

তিলক মালা ধারী

বাবা কৃষ্ণ নাম করে সাধু গিরি

রাতের বেলায় হুক্কা ভজন গো, দিনেতে মালার ঝুলি
একটি সাধুর সাত সাধুনী গো, আছে কুঞ্জ ঘর আলো করি

কামনা বাসনা যাদের রে, ওতে ওরে সংসারী
লোক দেখান সাধু আছে গো, ধরি মোচাকে খুঁড়ি সিঁড়ি

পরম সাধু রাম কৃষ্ণদেব রে, যা ডাকিতেন বদন ভরি
মা বলে জ্ঞান করতেন সবায় গো, যা পাবনা আহারি
নারায়ণ পেলেন বুদ্ধদেব, প্রভু কি যে কঠোর তপ করি
কলির সাধু বিষয় বাড় গো, দেখতে জুলাল শেক পার
নারান বলে এ ভণ্ডামির গো, বাবা পেটে গড় করি

সাইন বোর্ড লেখার নূতনত্বে—

আপনজন ষ্টুডিও

যাবতীয় রবারষ্ট্যাম্প, সিনেমা স্লাইড, নাম্বার প্লেট, ফেস্টুন
পোষ্টার ও সাইন বোর্ড লেখার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আপনজন—বীরেন দাস (চকবাজার, বাঁকুড়া)।

—আদি—ও—স্বপ্নার—আসল—

র‍্যাট ফো

ইন্দুর ধ্বংসে অব্যর্থ—
স্বপ্না কেমিক্যাল ওয়ার্কস (খানাকুল হুগলী)।

আনন্দ উৎসবে—
দেব-দেবীর পূজায় সবার সেরা গন্ধে ভরা—
তাজমহল ও সুগন্ধ বাহার ধূপ
ব্যবহার করুন।

দেবদেবীর পূজায়—
নিত্যানন্দের—

রজনী গন্ধা

ধূপবাতি ব্যবহার করুন।